KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৬০ বি আর. এন. মল্লিক লেন, কল-৬১ 28/2 আর. এন. মল্লিক লেন, কল-৬১
Collection : KLMLGK	Publisher : তুলসী মুখোপাধ্যায়
Title : অনুভব (ANUBHAB)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 1 2/1-2 ?? 3/1-2 3/3-4 Puja Special	Year of Publication : Oct 1977 বৈশাখ ১৩৮৫ Oct 1978 May 1979 Sep 1979
	Condition : Brittle [✓ Good]
Editor : তুলসী মুখোপাধ্যায়	Remarks

C.D. Roll No. : KLMLGK

অনুভব কবিতা পত্র

পূজা সংখ্যা দুই বসন্ত

১৩৮৬

পঞ্চাশ ও ষাটের নির্বাচিত প্রেমের কবিতার সংকলন ॥ সম্পাদক তুলসী মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

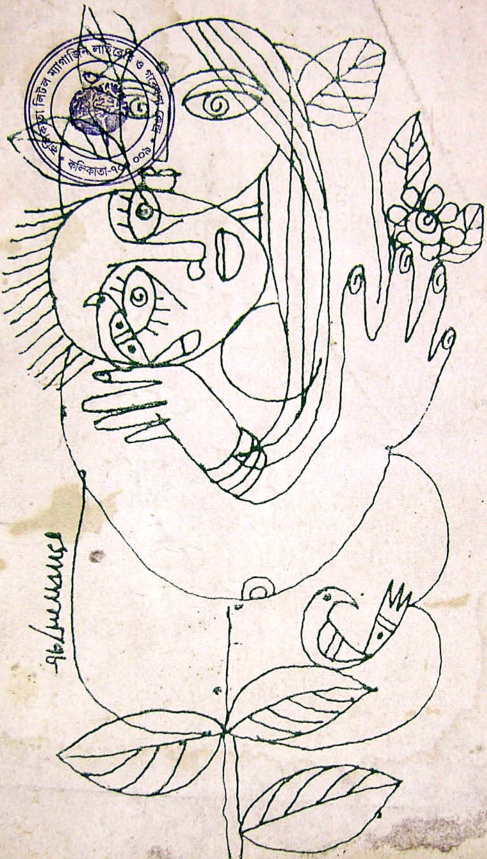

With Best Compliments From

PAL & CO

BLOCK—18
FLAT—236
95, ULTADANGA MAIN ROAD
CALCUTTA-54

ক্যালকাটা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অনুভব কবিতা পত্র

কবিতা ও কবিতা-ভাবনার সংকলন
আশ্বিন ১৩৮৬
সেপ্টেম্বর ১৯৭৯

বসন্ত—এক

অরবিন্দ গুহ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অমিতাভ দাশগুপ্ত আনন্দ বাগচী আলোক সরকার উৎপলকুমার বসু কবিতা সিংহ তরুণ সান্যাল তারাপদ রায় দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় দিব্যেন্দু পালিত পূর্ণেন্দু পত্রী প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ফণিভূষণ আচার্য বিনয় মজুমদার বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত মোহিত চট্টোপাধ্যায় মানস রায়চৌধুরী যুগান্তর চক্রবর্তী রাজলক্ষ্মী দেবী শান্তিকুমার ঘোষ শঙ্খ ঘোষ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় শিবশম্ভু পাল সুনীলকুমার নন্দী সলিল লাহিড়ী সিদ্ধেশ্বর সেন স্নেহাকর ভট্টাচার্য সুনীল বসু সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বসন্ত—দুই

অপূর্ব মুখোপাধ্যায় অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় আশিস সান্যাল আনন্দ ঘোষ হাজরা উত্তম দাশ কেদার ভাদুড়ী কালীকৃষ্ণ গুহ গৌরাঙ্গ ভৌমিক গৌতম গুহ গণেশ বসু দেবী রায় দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণ মুখোপাধ্যায় পলাশ মিত্র পুষ্কর দাশগুপ্ত পরেশ মণ্ডল বার্ণিক রায় বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বিজয়া মুখোপাধ্যায় ভাস্কর চক্রবর্তী মণিভূষণ ভট্টাচার্য মতি মুখোপাধ্যায় মৃণাল বসু চৌধুরী রত্নেশ্বর হাজরা রবীন সুর শান্তনু দাস শংকর দে সামসুল হক সাধনা মুখোপাধ্যায় সুচেতা মিত্র সজল বন্দ্যোপাধ্যায় সুব্রত চক্রবর্তী ক্ষিতীশ দেবসিকদার তুলসী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক ও প্রকাশক ॥ তুলসী মুখোপাধ্যায়
মুদ্রণ ॥ অধুনা
প্রচ্ছদ ॥ গোপাল ঘোষ

কার্যালয় ॥ ২৪/২, আর. এন. দাস রোড, কলকাতা-৩১

With best compliments from

BO PRINT

99/54, Mahatma Gandhi Road
Calcutta-700041

With Best Compliments From

M/s. Shiva Engineering Works

2, India Exchange Place
Calcutta-700001

অরবিন্দ গুহ

আমার জন্য

আছে কি কোথায় মেঘের তলায় ঘন অরণ্য
তোমার জন্য।
তোমার মাংস, তোমার রক্ত,
আমার স্পর্শে তুমি আসক্ত,—
এসব চিন্তা এই মুহূর্তে
লাগে জঘন্য।

পারলে হয়তো তুমিও আমার সঙ্গে ঘুরতে
গাঢ় আনন্দে
প্রাচীন কবির অচেনা ছন্দে।

আহা, নীলাকাশ রইল বুকের মৌন দুঃখ
কোনোদিকে নেই ডানার চিহ্ন,
সব চরিত্র ছিন্নভিন্ন,
যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মতো রিক্ত, রুক্ষ।

ভিতরে-বাহিরে রূঢ়, ক্ষমাহীন দারুণ শীত তো
মুছে দিতে চায় আমার করুণ এ অস্তিত্ব।
কিন্তু আমার চিহ্নলুপ্তি আজ অসাধ্য ;
আমি যে আমার, আমি যে তোমার প্রেমিক, বাধ্য।

বুকের তলায় নির্মাণ করি ঘন অরণ্য
মেঘের জন্য, তোমার জন্য, আমার জন্য ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বিচ্ছেদ

চেয়েছিলাম সহাবস্থান
দেখিয়ে দিলে মহাপ্রস্থান   আঙুল তুলে ;
যেই না করতে গেছি ভক্তি
দেখি অথৈ রক্তারক্তি   দশ আঙুলে।
রক্ত মুছতে জামার কাপড়
ছিঁড়তে গেছি অমনি 'পামর' বাজল কানে—
বাজল ব্যথা তার চেয়েও
বললে যখন : 'খেয়ে যেয়ো আজ এখানে।'

অমিতাভ দাশগুপ্ত

শীত

শুকনো ডালে একটি ফুল ফুটে
দমকা হাওয়ায় উঠোনে শুয়ে পড়ে।
এসব এখন কিছুই মনে নেই,
আমার ঘরে উড়ে আসছে শীত,
পাখির ডিমের কুসুম-মাখা খড়।

গাছের কুঁড়ি খোঁপায় ফুল ফোটায়,
ফুলের সরু শিরায় কাঁপে আঙুল,
বেলের নিচে নাকাল পাখির চোখে
দেখেছিলাম না-ছোঁয়া দুই বুক,
কেমন সে বুক—বুকের ওপর মুখ
ছিল কেমন?   আলতো, নাকি ভারী?
এসব এখন কিছুই মনে নেই—
জানলা খোলা, খোলা খাতার পাতায়
একটি দুটি খড় ও ডিসেম্বর।

আনন্দ বাগচী

নষ্টনীড়

এমনি করে মিল ভাঙে, পড়ে থাকে পদ্যের খোলস—
অক্ষরের নষ্টনীড় ; চরণের আচরণে পয়ার মেলে না,
লক্ষ্যভ্রষ্ট শব্দ ফাটে, দেওয়ালীর রাতে ক্লিষ্ট বাজির আকাশ
খুলে দেয় কটিবন্ধ নাভি নিম্নে, ছন্দের কাঁচুলি ছিঁড়ে পড়ে
বর্ণচ্ছুট জোড়গুলি চিড় খায়, মিল ভাঙে ন্যুব্জ গৃহস্থালি
ভুল হয় সপ্তপদী, পরিবহণের মন্ত্রে কদম মেলে না।

বধূ শুয়ে ছিল পাশে, শিশুটিও ছিল, আজ এখন কেউ নেই
বরাদ্দ বিছানা থেকে, ব্যবহৃত সংলগ্নতা থেকে, স্বপ্ন থেকে
সরে গেছে। চিরকাল যেমনি যায় আঙুল মুঠোর মধ্য থেকে
প্রণয়-কুপিতা নারী, বিজড়িত বধূ আর আত্মজ ছলনা ;
সমস্ত অচেনা লাগে, নিকট দূরের মুখ, প্রতিশ্রুতি
একক সংলাপ,
সংসার খোয়ারি ভাঙে, অসহিষ্ণু পাশ বদলে নেয়
এমনি করে মিল ভাঙে পড়ে থাকে বিষধর পদ্যের খোলস,
গল্প শুধু একই থাকে, পাশের বাড়ির ছাদে নতুন ম্যারাপ,
এঁটো ভাঁড়, কলাপাতা, ঘেয়োকুকুরের ডাক সানাইয়ের শব্দে
মিশে যায় ॥

আলোক সরকার

মালা

শাদা জুঁইফুলের মালা হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তার শরীরের দোলায়
দুলে উঠছে মালা। সে যদি থেমে দাঁড়ায়
থমকে দাঁড়াবে মালা—এই সব জানা আমার অনেক দিনের অজানা।
শুধু এই থমকে দাঁড়ানো, এই এক মুহূর্তের বিদ্যুৎ ব্যক্তিত্বময় উদ্ভাস
আছে একজন মালাকার দুই চোখের একাগ্রতা অন্তর্মুখ নিস্তব্ধ।
আর আছে মালা আত্মময় সম্পূর্ণতা।
দুলে উঠছে মালা তার শরীরের দোলায়, কেমন করে দুলে উঠছে ?
বাঁ দিকে ঢললো গতি মালা ঢললো বাঁ দিকে গতি যখন ডান দিকে···
মৃত্যুময় নিস্তব্ধ আমার ভয় করে !
ছিলো একজন মালাকার আর অখণ্ড সময়। এখন কেবল মালা
তার শরীরের দোলায় ব্যবহারের নির্দেশনার ! ছিলো একজন মালাকার
আর অখণ্ড সময় ছিলো একজন মালাকার ! এখন কেবল উপাদান
কেবল একটি বস্তু অকপট সমর্পণ।
দুলে উঠছে মালা আর লুণ্ঠিত নিশীথিনী রক্তলীন অবমান।

উৎপলকুমার বসু

ক্ষয়

বকুল, তোমাকে শুধু ঈর্ষা করি, কতো না সহজে
তুমি তার মত্ত কেশে ডুবে যাও অনির্বাণ
তোমার অতীতে নেই প্রবচন, ছায়া, শান্তি, গ্রন্থের বীজাণু

আমার অনন্ত রক্ত ঝরে যায় অগ্নির সমাজে।
কেন না ফসল কাটা শেষ হলে এত বেশি অবিচ্ছিন্ন খড়
মানুষ টানেনি যেন, আমিও দেখিনি যেন
কোনো কেশে এ হেন সম্পদ।

কবিতা সিংহ

জ্যোৎস্নায়

ঠিক তেমনি জ্যোৎস্না   কার্নিশে নীলাভ ছায়া
ঘুম ভেঙে ঢুলতে ঢুলতে দরজা খুলে দাঁড়ানো
ঠিক তেমনি হাস্‌নুহানা
জ্যোৎস্না মাখতে মাখতে কি যেন স্বপ্নে কষ্টে সদ্য জেগে ওঠা
মাতৃ-হারা
থোপা থোপা কোঁকড়া চুল শরীরে কিন্নর গন্ধ
সঁপে দেওয়া আশরীর নির্ভরতা   মা

এ বছরও হাস্‌নুহানা প্রবল হয়েছে।

অভ্যাসবশত জেগে ওঠা

যেন জ্যোৎস্নায় কোনো আহ্বান দুলে উঠছে!
এ বছরও কার্নিশে নীলাভ ছায়া

দরজা খুলে দেখি
ভাঙা ডিশের মত জ্যোৎস্নার টুক্‌রো ছড়িয়ে দিয়ে কেউ চলে গেছে।

টোকাহীন সদর দরোজা   নীরেট অপ্রত্যাশ।

কতজন্ম কতজন্ম এইভাবে একা দুজনের জন্য জ্যোৎস্না সহার জন্য এই
মানব-জীবন।

তরুণ সান্যাল

দুটি ফুলের উপাখ্যান

অহংকারী স্রোতস্বিনী, কারে দিবি অন্ধকার তোর
বিপুল প্লাবনে দিকচক্রবাল বাজুবন্ধে বাঁধা,
অবিরাম অন্ধকার দশদিশি, প্রলয় নির্ঝর
ঝরায় ছড়ায়, আমি তোর ঘাটে চিনে নেবো রাধা।
কবিরে চাহ না, বৃথা পয়োধরে নগ্ননীল বিষ,
ঢলকে ঢলকে বাহু বাহির দরিয়া বহে জল,
কী ছায়া রাখো সে-স্রোতে, কী ছায়ায় ঢাকা অহর্নিশ
জীবন-মৃত্যুর ফুল, একই ডালে, জলের ফসল।

অঙ্গে আমি নগ্ন রাখি অস্ত্রলেখা, আদিম নিষাদ,
কাহারে দিব সে জ্বালা, যার পাশে বন্দী চরাচর,
নন্দিত, নন্দিত হব সে-প্রহারে, ছায়ার বিষাদ
আমি চারুকলা এঁকে মুখে রবো তমসাজাগর।
কী ফুল ঝরাবে সখি, ঝরায়ো না ও ফুল ধূলায়—

আমি যে রেখেছি ও দুটিফুল, স্মৃতিরে ভুলায়ে।

তারাপদ রায়

একেকদিন

একেকদিন একেকজন রমণীকে ঈশ্বরীর মত
মনে হয়, মনে হয় এর হাতে ভাগ্য ভবিষ্যৎ
সমর্পণ করে এক জন্ম চোখ বুজে ভাসা যায়,
যে কোনো স্রোতের মুখে ভাসা যায় যে কোনো সলিলে
ছন্নছাড়া নিরুদ্দেশ যে কোনো জীবনে।
সমস্ত পথের শেষে
বাড়ি আছে, সমস্ত বাড়ির মধ্যে ঘরদোর আছে ;
একেকজন রমণীর চোখে ঘর-বাড়ি-দোর পথ
সব স্পষ্ট দেখা যায়।
একেকদিন ঈশ্বরী সকাশে
দিন বড় ভালো কাটে। অন্ধকার মঠের ভিতরে
চরণামৃতের জন্যে হাত পেতে আছি, যেন ফুল,
সিক্ত বেলপাতার গন্ধ একেকদিন ঈশ্বরীর পাশে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এলিজি

ভেবো না তোমায় ভালোবাসি নি, তোমার
দুই স্তন ভরে সাক্ষ্য আছে।
জানে প্রত্ন পদাবলি টুকিটাকি অর্থহীনতায় ভরা ঢাউস স্যুটকেস।

রাস্তায় রাস্তায় ক্ষয়ে আসে শীত—হঠাৎ হঠাৎ
জেগে ওঠে স্ফূর্ত বন্‌ফায়ার।
সাঁওতালি পাড়াগাঁ ছেড়ে মহুলভারানো দু পা নিয়ে
সন্ধ্যা পার হয়ে গেছি চকিত হঠাৎ মানুষীর
নিষুতি গভীর বিজবনে,
তারও কাছে রয়ে গেছে একখণ্ড চাঁদ,
কিছু সুখ।

রাজ্ঞীর মতন রয় অন্ধকার—না-পাওয়া ইচ্ছার
তীক্ষ্ণ দীর্ণ ক্ষণ।
মাঝনদী বরাবর নৌকোয় হঠাৎ নামে অকৃতার্থতার
প্রথম আষাঢ়।
সব লুট হয়ে গেছে, ভেজে শুধু অবশ হতাশা।   বারবার
খণ্ড খণ্ড স্বপার্ত গাঁয়ের ঘেরে ছোট ছোট বাড়ি
এলোমেলো হয়ে যায় মুখ এলোমেলো
নিবিড় আলুল চুল
মহুল ভাসানো দেহবাস
নাভির গভীর হিমলতা
এলোমেলো হয়ে যায় ভেঙে ভেসে যায় স্বপ্ন খুলে।

শুধু থাকে হাওয়া বদলের
দুধারি পাহাড় ঘেরা পাতালখনির রেণুদীপ,
ইউরেনিয়াম পাতা পাতালখনির রেণুদীপ,
কলকল করে ওঠে নতুন শালের খুঁটো ঘিরে
জাদুগুড়া গ্রাম—
কলকল করে জ্বলে, নিবে আসে অচেনা বাতাসে··
শীত ক্ষয়ে আসে, জ্বলে জ্বলে ওঠে নতুন শব্দের
টাউনশিপ।

দিব্যেন্দু পালিত

রূপ তোমাকে অনুধাবন করে

রূপ তোমাকে অনুধাবন করে আজও
শব্দের মধ্যে হারিয়ে যায় শব্দ
ধ্বনির মধ্যে ধ্বনি
নিয়ে আসে নৈয়ায়িকের রহস্যময় স্তব্ধতা
হাতে হৃৎপিণ্ড ছুঁয়ে পরমাণুবিজ্ঞানীরা ছুটে যায়
আর্ত মরুভূমির দিকে
আসন্ন নারীত্বে বপন করতে সময় ও ধর্ম
আর যাবজ্জীবন ঈর্ষায় লিপ্ত
আমার রক্ত
তুমি শিলা নও নও প্রাচীন নও নষ্ট ভ্রূণের স্মৃতি
বর্ষণক্লান্ত তোমাকে দেখেছি মধুর জামতলায়
এক গ্রীষ্মের স্মৃতিতে আমাকে দেখিয়েছিলে
রৌদ্রাভ স্তন
লাঙলে বিচ্ছিন্ন সমতল স্থান দিয়েছিলো শিকড়
আর চৌচির হয়েছিল মাটি ঘুমন্ত শিশুদের চীৎকারে
তুমি শিলা নও নও প্রাচীন নও লব্ধ
নৃমুণ্ডমালিনী তোমার যজ্ঞে আজও উচ্চারিত হয়
অনির্ণেয় সেই শব্দ

ধ্বনি প্রতিহত হয় ধ্বনিতে
আর স্রোতের ভিতর স্রোতে হারিয়ে যেতে যেতে কবি
খুঁজে পায় অশ্রুর তাৎপর্য।

পূর্ণেন্দু পত্রী

স্রোতস্বিনী আছে, সেতু নেই

তুমি বললে, রৌদ্রে যাও, রৌদ্রে তো গেলাম
তুমি বললে, অগ্নিকুণ্ড জ্বালো, জ্বালালাম।
সমস্ত জমানো সুখ, তুমি বললে, বেচে দেওয়া ভাল
ডেকেছি নীলাম।
তবু আমি একা।
আমাকে করেছ তুমি একা।
একাকীত্বটুকুকেও ভেঙে চুরে শতটুকরো করে
বীজ বপনের মতো ছড়িয়ে দিয়েছো জলে-স্থলে।
এই বীজ ফলাবে কি ধান
এই ধান, শস্যগন্ধ ফিরিয়ে কি এনে দেবে
পরিচিত পাখিদের গান ?
তুমি বলেছিলে বলে সাজসজ্জা ছেড়েছি, ছুঁড়েছি।
যে অরণ্য দেখিয়েছ, তারই ডাল কেটেছি, খুঁড়েছি।
যখনই পেতেছ হাত দিয়েছি উপুড় করে প্রাণ
তবু আমি একা।
তবুও আমার কেউ নও তুমি
আমিও তোমার কেউ নই।
আমাদের অভ্যন্তরে স্রোতস্বিনী আছে, সেতু নেই।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

প্রেম অপ্রেম

আর কিছু নয়, শুধু পরিণামহীন ভালোবাসা
আমাদের সমস্ত জীবন ঘিরে থাকে

একটি মেয়ের কাছ থেকে
আরেকটি মেয়ের কাছে গেলে
হৃদয় কি ভেঙ্গে টুক্‌রো হয় ?
সমুদ্র উথাল হ'য়ে তাড়া করে ঘরের ভেতরে ?
কয়েকটি মুহূর্ত শুধু ভালো লাগে, কয়েকটি প্রহর বড়োজোর,
তারপর ঘুরে ঘুরে পাতা ঝরে উঠোনের ঘাসের ওপরে,
ইঁটের পাঁজার মধ্যে চন্দ্রবোড়া এঁকেবেঁকে পথ খুঁজে নেয়,
বৃষ্টি থেমে গেলে, পার্কে গিয়ে বসা যায় প্রবীণের মতো।

কোন্ শাশ্বতী এসে এইসব এলোমেলো খেলা ভেঙে দেবে ?
পরিণামহীন, শুধু পরিণামহীন ভালোবাসা
আমাদের সমস্ত জীবন ধ'রে ছায়া ফেলে ছাতিমের মতো॥

ফণিভূষণ আচার্য

অঞ্জনার প্রেম

আমরা কোনদিন অঞ্জনার ভালোবাসার নাগাল পাবো না
ভালোবাসা মানে রণপায়ে চড়ে দুঃখের ভেতর দিয়ে দৌড় কিংবা…
ভালোবাসা মানে
ঘরকাতুরে লোকগুলোর আকণ্ঠ বমি চাপতে চাপতে বাড়ি ফিরে আসা
ভাঙ্গা লেটারবাক্সে গত বছর আরসুলা ছিল
এ বছর টিকটিকির বাড়ন্ত সংসার
রাস্তার একধারে শুধু নিচালা ঘর অন্যপাশে হাটখোলা আকাশ
মাঝখানে বিদায়ের বিজ্ঞাপন
তোমাদের রাস্তায় ধরাছোঁয়ার মতো যথেষ্ট ব্যালান্স নেই কেন
ভালোবাসা মানে রণপায়ে চড়ে আগুনের ভেতর দিয়ে দৌড় কিংবা
ভালোবাসা মানে
জিরাফের মতো গাছের মগডাল ছোঁয়ার ইতিপূর্ব অহংকার
আমি শরীরকে শরীর বলে কাছে পেতে চাই
দুঃখকে দুঃখ……
অঞ্জনা তোমার প্রেম পেতে হলে খুব উঁচু মই দরকার
আমার মইতে দ্যাখো কয়েকটা ধাপ নেই
মাঝখানে ভালোমন্দ অন্ধকার
আমরা কোনদিন অঞ্জনার ভালোবাসার নাগাল পাবো না

বিনয় মজুমদার

ভালবাসা দিতে পারি

ভালবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম ?
লীলাময়ী করপুটে তোমাদের সবই ঝ'রে যায়—
হাসি, জ্যোৎস্না, ব্যথা, স্মৃতি অবশিষ্ট কিছুই থাকে না।
এ আমার অভিজ্ঞতা। পারাবতগুলি জ্যোৎস্নায়
কখনো ওড়ে না ; তবু ভালবাসা দিতে পারি আমি
শাশ্বত, সহজতম এই দান—শুধু অঙ্কুরের
উদ্ভাসে বাধা না দেওয়া, নিষ্পেষিত অনালোকে রেখে
ফ্যাকাশে হলুদ বর্ণ না ক'রে শ্যামল হতে দেওয়া।
এতই সহজ, তবু বেদনায় নিজ হাতে রাখি
মৃত্যুর প্রস্তর, যাতে কাউকে না ভালবেসে ফেলি।
গ্রহণে সক্ষম নও। পারাবত, বৃক্ষচূড়া থেকে
পতন হলেও তুমি আঘাত পাওনা, উড়ে যাবে।
প্রাচীন চিত্রের মতো চিরস্থায়ী হাসি নিয়ে তুমি
চ'লে যাবে ; ক্ষত নিয়ে যন্ত্রণায় স্তব্ধ হব আমি।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

বন্ধন

তোমার ভিতরে তুমি, আর বন্ধ পারিপার্শ্বিক—
মুক্ত বলো, অথচ মদির মতো ঘন
সে আছে, আঙুল জুড়ে আছে। সেই আঙুল কি এখনো
তোমাকে দৃশ্যত রাখে ঠিক।
কাঠের দরজার শক্ত লোহার শিকের
মধ্যে মূঢ়, অতিজীবিত সে—
আঁধারে জড়িত একা বসে
পরিপ্রেক্ষিতের।

পাঁচটি জানলার মুখে সমগ্র সে-লাল
আমাদের একান্ত, অস্ফুট ;
জিভের ওপর থেকে গড়িয়ে সকাল
তোমার একক দৃশ্য ভেঙে করে দুটো।
আমরা শালিখ পাঁচজন
উড়তে শিখেছি বলে থেকে গেছে তোমার বন্ধন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

আমার বাড়ি

তুমি ভাবলে, আড়াল ভালো
একটি বকুল ফুল পাঠালে, তোমার হয়ে স্নানের ঘাটে।
ঐখানেতে প্রথম দেখা—
জলে ভেজা গন্ধটুকু থমকে ছিলো,
অতর্কিতে হাত বাড়ালো।

ওকে আমি কোথায় রাখি ?
আমার বাড়ি
আমি নিজেই ঠিক চিনি না।

আজ এখানে, কাল ওখানে—এলোমেলো হাওয়ার টানে
দিন উড়ে যায়, রাত উড়ে যায় ;
এ-ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে
মুঠো খুলে জ্যোৎস্না পালায়।
বড় বোকা বুকের ব্যথা
যখন তখন মাদল বাজায়।

এই তো আমার হাঁটা-চলা
গন্ধ ছুঁয়ে গন্ধ ভোলা,
ঘুরে ফিরে সব কটি পথ
তবু আসে ঘাটের কাছে
হাত বাড়ানো হাতের সাথে
অতর্কিতে নীরব দেখা।

ওকে আমি কোথায় রাখি ?
আমার বাড়ি
আমি নিজেই ঠিক চিনি না।

মানস রায়চৌধুরী

বিকেলবেলার সেতু

বিকেলবেলার সেতু উড়িয়েছে রক্তমাখা কবির রুমাল
এইবার যেতে হবে নদীতীরে ছুটি দাও প্রিয়
যদি ফিরে আসি তবে নিদ্রিত বুকের নীলতরু ফের নিও
এখন আহ্বান দূরে মেঘকায় সেতুর বিকাল···

অনন্ত শরীর থেকে শব্দ ওঠে—“এসো এসো বেলা যায় মেঘে
বালুকায় সঞ্চারিত অমলিন ধারাজল লেগে
ভিজেছে পায়ের তলে ভ্রমণবিলাসী তরুণিমা
কতদূর থেকে তুমি কতবার হাত নাড়ো, জানি কি অসীমা”...

আমি তো তোমারই হবো বলে আজ তনু ফুটিয়েছি
দূরদেশী হাওয়া যেন রিল্‌কের, ব্লেকের, বহু স্বপ্নচারী বুকে
গন্ধভারাতুর স্পর্শ দিয়ে যায় চিরকাল, আমি ছলনার
রক্তাক্ত পল্লব মেলে কেন রবো অগোচর, দিতে চাই বেদনা ওদেরও।

যুগান্তর চক্রবর্তী

বিরহিণী, তোর প্রেম

বিরহিণী, তোর প্রেম যেন এক দূরান্তের আশা
আমাকে নিয়ত ডাকে, আমাকে নিয়ত ব্যথা হানে,
আমার বেদনা জুড়ে যত স্বপ্ন-সংশয়ের ভাষা
যেন তার সব সুর তোর দূরস্বপ্নে পায় মানে।
যে-তুই সারাটি দিন কালোমুখ আর এলোচুলে
আমার রক্তের শোক, আমার স্পর্ধার শেষ মাটি,
যে-তুই সন্ধ্যার রঙে খোঁপার সামান্য শাদা ফুলে
আমার আশ্চর্য জয়, আমার আশায় পরিপাটি।

বিরহিণী, সেই প্রেম আমাকে নিয়ত দেখি ডাকে
আমি তাই ঘর ছাড়ি, আমি তাই পথভোলা হাওয়া,—
দোর থেকে দোর খুঁজি, যদি কোন অদূরের বাঁকে
আমার ঘরেই পাই আমার সকল চাওয়া-পাওয়া।
বিরহিণী, তোর প্রেম যেন এক দূরান্তের আশা
ঘরে ও বাহিরে তার অন্তহীন শুধু যাওয়া-আসা॥

রাজলক্ষ্মী দেবী

হা প্রত্যাশ

তোমার আসার আমি অপেক্ষা রাখি নি।
আমি অদৃষ্টের মোড়ে একা একা থেমে
সজাগ থেকেছিলাম,—যে আসে অতিথি,
তাকেই সর্বস্ব দেবো, দেহ মন প্রাণ।
আমি কোন সুদর্শনে অপেক্ষা রাখিনি।

তোমার গুণের আমি অপেক্ষা রাখিনি।
নিশ্চয় জেনেছি—সব সদগুণে মণ্ডিত
হবে তুমি, এই হৃদয়ের বিভূতি-লেপনে।
এবং আশ্চর্য হবে পরিচর্যা-তেজে।
কোনো মণ্ডনের আমি অপেক্ষা রাখিনি।

তোমার প্রেমের আমি অপেক্ষা রাখিনি।
যেন ঝাঁপ দিলে,থই পাবোই অতলে। যেন স্রোতে
ভাসিয়ে দিলেই কূলে ভিড়বে তরণী
আমার পরম প্রশ্নে,—যোগ্য জিজ্ঞাসায়
আমি কোনো উত্তরের অপেক্ষা রাখি নি।

শান্তিকুমার ঘোষ

সমুদ্র এবং সমুদ্র

ভূমণ্ডল দেখালো বারুণ রূপ
নীলাম্বরী আন্দোলনে।
কোন্ কাল থেকে, সিন্ধু, মার্তণ্ডের সঙ্গে প্রেম :
পবনে সেই উচ্ছ্বাস—পূর্বরাগ চন্দ্রোদয়ে।
কে অবৈধ প্রণয়ী, যার বিরুদ্ধে ফেটে পড়ো সাইক্লোনে,
কার নৌবহর এনে ডোবালে চৌম্বক-পাহাড়ে।

অন্ধকারে কেবলই শুনি তট-ভাঙার ধ্বনি—
ঝাঁপ দেওয়ার শব্দ
চাও কি, নিশ্চিহ্নে মুছে ফেলতে দারিদ্র্য—আমাদের এই দীনতা
যাতে ঢেউয়ের উপর লাফিয়ে ওঠা নৌকার মতন
আগে বাড়ে সৈকতচারী মানুষগুলো :
গায়ে নীল, কামিজ, টোপর মাথায়
এ যে অবিকল কুঁদে তোলা মানব-মানবী,
নিশি ভোর থেকে যারা এসেছে তোমার প্রান্তে,
সাম্পান ভাসিয়ে চলে মৎস্য শিকারে
সূর্যোদয়ের অভিমুখে।

শঙ্খ ঘোষ

মিথ্যা

এই মুখ ঠিক মুখ নয়
মিথ্যা লেগে আছে
এখন তোমার কাছে যাওয়া
ভালো না আমার
তুমি স্নেহে সুদক্ষিণা বটে
মেঘময় ঠোঁট নেমে আসে
তোমার চোখের জলে আজও
পুণ্যে ভ'রে ওঠে রুদ্ধ দেশ
আমি তবু ছিঁড়ে যাই দূরে
এই মুখ ঠিক মুখ নয়
হলুদ শরীর থেমে যায়
                    বোধহীন, তাপী
তোমার অনেক দেওয়া হলো
আমার সমস্ত দেওয়া বাকি !

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

স্থির চিত্র

এখনো চায়ের কাপে তোমার ঠোঁটের চিহ্ন আছে,
যদি মুখবিম্বটুকু রেখে যেতে, সম্ভবত শেষ
তলানি সম্বল করে উষ্ণতা গচ্ছিত রাখা যেত,
কোলের চামচখানি বেজে উঠত : শিশুর অভ্যেস !

বাদামী বিস্কুটখানি হীরায় খণ্ডিত করে গেছ
যেন এক যুবকের বিকলাঙ্গ নিহত শরীর ;
যে-মাছিটা উড়ে এল এইমাত্র, সে তোমায় চেনে,
তোমার মাকড়িতে বসে দুলবে, তাই এমন অস্থির ।

চলে গেছ শূন্য করে চূর্ণ করে কিছুক্ষণ আগে
তবু অকারণ বসে তোমাকেই ভাবতে ভালো লাগে ।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পিঠের কাছে ছিলো

পিঠের কাছে ছিলো শ্যামল আসন
কবে তোমার করুণ অঙ্গুলি
তুলে ময়ূর অথবা রাজহাঁস
মমতা-ভরে দেখিতো অপলক।

বুকে আমার, হৃদয়ে বেলাভূমি
তুমি কি মাথা তুলবে জল থেকে ?
শ্যামলিমার মালিনী, হাতে কই
শিল্পভেদী কুরুশ-কাঁটাগুলি ?

শিবশম্ভু পাল

প্রকৃতি না, কল্পনাও না

তোমায় পেতে হলে আমায় তোমার কাছেই যেতে হবে।
হৃদয় নয়, আপাতত লক্ষ্য তোমার বাড়ি
দোরে আমি কড়া নাড়ব সময়োচিত দ্বিধায়
স্পষ্ট করে দেখতে তোমায়, নারী।

ওসব থাক আকাশ কিংবা আকাশ দেখা
অপাপবুদ্ধি উপবনের ফুল
ওসব যাক আপন-আপন সার্বভৌম দেশে
পাহাড় নদী নদীর উপকূল।

এরা আমার সুখের সঙ্গী দুখের দিনের নয়
কে আমারে এনে দেবে তোমার হাতের মুঠি
তোমার দেহ আমার ঘরে কে
আমার সামনে তুলে ধরবে নীলিম চোখ দুটি।

কেউ দেবে না, প্রকৃতি না, কল্পনাও না
বরং যাব তোমার বাড়ি, যদি
পেতেই হয় মুঠির মধ্যে লক্ষ দিনের প্রচণ্ড ভালোবাসায়
তুমিতো নও ত্রিকালজয়ী শব্দে লেখা চতুর্দশপদী।

সুনীলকুমার নন্দী

ধ্বস

মৃন্ময়ী, একবার বলো
সব মিথ্যে···অরণ্যকুহক
আমি
কত অনায়াসে দেখো নক্ষত্রের দাহ
পায়ে পিষে
তোমার উড়ন্ত চুল, চোখের বনজ মেঘ
ভালোবেসে হতে পারি
অবিশ্বাসী পৃথিবীর সর্বশেষ আনত প্রেমিক ; হিম
রক্তের ভিতরে টানি
টানটান বুকের ছিলায় রেখে পঞ্চশর
যদি
মৃন্ময়ী, একবার বলো
সব মিথ্যে···অরণ্যকুহক এই
লোকালয় প্রচণ্ড নিষ্ঠুর, ঈর্ষা
তলে-তলে কুরে খায়
ধ্বস।

সলিল লাহিড়ী

বন্যা আমার

ভালবাসার নিলাম থেকে, তোমায় কিনে,
হৃদয় জুড়ে বুকের মধ্যে বসিয়েছিলাম।
ভালবাসার নিলাম তখন তেজী ছিল।
রক্ত ছিল আলগাঘোড়া,
বাতাস ছিল সর্ব্বনেশে।
মহুয়া ফুলের নেশা চোখে, নিলাম-হেঁকে
তোমায় আমি এনেছিলাম॥

রেখেছিলাম চোখের তারার হীরক যেমন।
পলাশ বনের রক্তঝলক,
ঝাউ-এর পাতার শিরশিরানি,
হাস্নুহানার উতাল গন্ধ,
শরীর তোমার ছুঁয়েছিল।
ভালবাসার নিলাম থেকে যখন তোমায় কিনেছিলাম,
নিলাম তখন বেহিসেবী তেজী ছিল॥

বেতস বনের ঋজু বাতাস বুকে নিয়ে
বলে যাব—ভালবাসার আকাশ ছুঁয়ে,
যাকে আমি এনেছিলাম সাগরেতে ডুবব বলে।
হীরক-দ্যুতি, মহুয়া-নেশা, পলাশ-আগুন চোখে নিয়ে
সেইতো স্মিতা, বন্যা আমার।
ভালবাসার সব দিগন্ত খুলে দিলাম,
তোমার জন্যে, তোমারই জন্যে॥

সিদ্ধেশ্বর সেন

অনুরণন

আর ত কিছুই কিছু নয় ;
জাদুকরী রঙের আকাশে ;
স্মরণের সায়াহ্নবেলায় ;
ক্ষণেক সুরের রেশ ভাসে :

হরিণী হাওয়ার মত তুমি,
চকিত চোখের ছায়া মেলে
কাঁদায়ে মনের বনভূমি,
ঘুমের মেঘের মেয়ে এলে !

কখন আমার ভীরু সুরে,
তোমার আবেশ যায় ছুঁয়ে,
জীবনের প্রখর রোদ্দুরে
নীলাভ স্বপনে পড়ে নুয়ে ;

নিবিড় নিমেষ কেঁপে-কেঁপে
প্রথম প্রেমের কথা কয় ;
আমার সকল আশা ব্যেপে
কী যেন বিধুর মনে হয় ;

আর ত কিছুই কিছু নয়।

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

আমি যে তোমারই জন্যে

আমি যে তোমারই জন্যে অতর্কিতে সূর্যের ফুসফুস
দু'হাতে উপরে এনে আর্দ্র কিছু মাংসের থর-থর
ফুলের শিখার মতো সাজিয়েছি আত্মার আধারে ;
কিন্তু এই অপরাধী অস্পষ্ট আলোকে ব'সে ব'সে
আকাঙ্খার চোখ-মুখ খসে যায়—পিচ্ছিল বাতাসে
কে যেন দুলছে শূন্য কড়িকাঠে, এবং হঠাৎ
একটা উন্মাদ ঘোড়া লাফিয়ে আমার বুক থেকে
চটচটে পিণ্ড হয় ; প্রাণপণে তখনো তোমার
ক্ষতের স্মৃতির গন্ধ মুমূর্ষু, জন্তুর মতো চেটে
গুহার পাথর ঠেলি—কখন উৎসের মুখ ফেটে
আলো ঝলকায় আর থ্যাঁতলানো তিনস্তর মগজে

তোমাকে দৃশ্যের মতো জ্বলতে দেখি : যে তুমি আমার
মৃত্যু ও সঙ্গীত ইচ্ছা রূপকথা জাদুর নগরী।

সুনীল বসু

কাল

তুমি সুন্দর মেয়ে, তুমি লক্ষ্মী মেয়ে তুমি ছোট্ট মেয়ে
তবু আমি জানি, তুমি আমার নিয়তি, নিয়তি, নিয়তি ;
তোমার জন্যে আমি কাজ করতে পারি না, খেতে পারি না,
শুতে পারি না

তুমি আমার স্বর্গসুখ, তবু জানি, তুমি আমার সর্বনাশ, তুমি আমার
ক্ষয় এবং ক্ষতি।

তুরকম ভূমিকা কি করে আমি নেব কি করে নেব, কি করে, হা কপাল
আমি রাজা হই প্রতি মুহূর্তে, ভিখিরি হই প্রতি মুহূর্তে,
আমি সুখ পাই তোমার মুখ দেখে, তুঃখ পাই তোমার মুখ হারিয়ে
তোমার জন্যে শ্মশান হল সংসার, তুমি আমার জন্ম, মৃত্যু, কাল !
তুমি সুন্দর মেয়ে, তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি ছোট্ট মেয়ে
তুমি ফাজিল মেয়ে, তুষ্টু মেয়ে, তুমি প্রকৃতির বীজ ;
জানি তুমি আমাকে বারবার জন্ম দেবে. কয়েক ফোঁটা রক্তের সঙ্গে
কয়েক প্রকার চিৎকার, তুমি আমার মৃত্যু দেবে, কয়েকটা ঢেউ
কান্নার

হা নিয়তি, আমার নিয়তি, তুমি দিব্যি ঘুরছ চোখের সাম্নে
আমার ঘাড়ের উপর ঠোঁট রাখছ, আমার বুকের উপর স্তন রাখছ
আমার ঘাড়ের ওপর ঠোঁটের খাঁড়া রাখছ, আমার বুকে পাথর রাখছ
এক নিমেষে কখন আলোর থালা উল্টে দেবে, উল্টে কষ্টিপাথর
অন্ধকার।

তোমার জন্যে বুড়িরা সব খিমচে দিচ্ছে, বুড়োরা সব থুথু দিচ্ছে,
তোমার জন্যে কাজ করতে পারি না, শুতে পারি না, খেতে পারি না,
রাম শ্যাম সবাই আমার নামটাকে আচ্ছা করে লাথি মারছে
অথচ, তুমি যখন গলা জড়াও, তখন কোন ধারই কিছু ধারি না !

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

খুব বেশি দিন আর

খুব বেশী দিন আর তোমাকে নিবিড় করে রাখব না কাছে ;
যায়, ঝরে যায় বেলা, বৃক্ষশীর্ষে নিবে আসে রোদের স্বচ্ছতা,
তুমি শুয়ে থাক প্রেম শিউলিতলার ম্লান তৃণের শিশিরে
নীহারিকাপুঞ্জ বড় দূর থেকে আলো দেয় তৃষ্ণার তিমিরে
তাই ব্যথা।

সেই কবে একদিন পাখির ডাকের মতো অন্বেষণে আমি
বাইরে এসে দেখেছিলাম সমস্ত নীলিমা জুড়ে
তোমার প্রতিমা লেখা আছে
আজ দেখি কোন ফুল নেই আর পুরনো বাগানে
খুব বেশি দিন আর তোমাকে পৃথিবী করে রাখবো না কাছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সত্যবদ্ধ অভিমান

এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে কোনো পাপ করতে পারি ?
শেষ বিকেলের সেই ঝুল বারান্দায়
তার মুখে পড়েছিল দুর্দান্ত সাহসী এক আলো
যেন এক টেলিগ্রাম, মুহূর্তে উন্মুক্ত করে
নীরার সুষমা
চোখে ও ভুরুতে মেশা হাসি, নাকি অভ্রবিন্দু ?
তখন সে যুবতীকে খুকী বলে ডাকতে ইচ্ছে হয়
আমি ডান হাত তুলি, পরুষ পাঞ্জার দিকে
মনে মনে বলি :
যোগ্য হও, যোগ্য হয়ে ওঠো···
ছুঁয়ে দিই নীরার চিবুক
এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে আর কোনোদিন
পাপ করতে পারি ?

এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায় ?
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে পড়ে বিষম জরুরী
কথাটাই বলা হয় নি
লঘু মরালীর মত নারীটিকে নিয়ে যাবে বিদেশী বাতাস
আকস্মিক ভূমিকম্পে ভেঙ্গে যাবে সবগুলো সিঁড়ি
থমকে দাঁড়িয়ে আমি নীরার চোখের দিকে······
ভালোবাসা এক তীব্র অঙ্গীকার, যেন মায়াপাশ,
সত্যবদ্ধ অভিমান—চোখ জ্বালা করে ওঠে—
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি—
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায় ?

অপূর্ব মুখোপাধ্যায়

একদা-এখন

১

হতে চাইল ঝড়, শুধু ঝড় ছুঁতে পারে তীব্র ক'রে আমের মঞ্জরী
অন্তরীণ উন্মাদনা টেনে নিয়ে গেল তাকে সমুদ্রের তীর

চেয়েছিল বৃষ্টি হতে, গাঢ় সিক্ত ক'রে দিতে অরণ্যের শালের বল্কল
ধারাবাহিকতা তার একাকার ক'রে দিল দুরন্ত প্লাবন

চাইল সে রৌদ্র হতে, পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে কিশোরী আপেল
দাবাগ্নি ছুটে আসবে, কে জানত, বন থেকে শহর উদ্যান !

২

একা ঘোরে, ঘোরে ফেরে, অরণ্য পাহাড় তাকে স্থির চোখে দেখে
রোদের আকাশ কিংবা জ্যোৎস্নার, তার জন্যে হার্দ্য কিছু নেই

গান সে গায় না, জানে চোখ দুটো বিশ্বাসঘাতক
মধ্য-বুকে বেজে ওঠে পটসঙ্গীতের মত ঝড়ের বাতাস

কলকোলাহলে একা, ক্লান্তও, অনির্দেশ ঘোরে কাঁহাতক
বরং সহজ ক্ষিপ্র স্থির পায়ে হেঁটে যাওয়া·মৃত্যুর আবাস !

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

দুর্ঘটনা

গল্পের আসর তৈরি, মেঘেরা সবাই চুপচাপ
বৃষ্টি হবে আজ সারারাত,
অথচ এখন তুমি স্বপ্ন দেখছ উপদ্রুত কৃষি সভ্যতার।
অকৃতার্থ আমি, তবু প্রতিমা উৎকীর্ণ করা আমার চিবুক
ঊর্ধ্বে তুলে ধরি অহর্নিশ।
তুমি ছায়া নও,
তবু অগণ্য ঘাসের বুকে মেঘেদের মালিকানা দেখে ছুটে গেছি
মেঘেরা অলিভ হাসি না জানলেও অরুণের ছোটমাসি জানে।

যদিও যাজ্ঞিক নই, যাতায়াত করি, চাই তোমার আমূল দানধ্যান
নীলিমা-ঝরানো জল আষাঢ়ে শ্রাবণে কবে জড়াবে রেণুতে ?
তোমার দোপাটি-নাভি-স্থানচ্যুত রাজকীয় রুপোলি নিশান
আমার চিবুক ছুঁয়ে গেলে
'শরীর' শব্দটা ভেঙ্গে দুর্ঘটনা রটে যাবে তোমার নিজস্ব অভিধায়।

আশিস সান্যাল

ট্রিওলেট

এক

স্বপ্নে তুমি ছুঁয়েছ অন্তর,
জাগরণে এইতো আমার সুখ।
রূপ-নগরে বেঁধেছি তাই ঘর,
হঠাৎ রাতে সরব যদি ঝড়—
রাখবো কোথায় ক্ষত বুকের দুখ ?
স্বপ্নে তুমি ছুঁয়েছো অন্তর
বুকে আমার রেখেছিলে বুক
জাগরণে এইতো আমার সুখ।

দুই

ফল কি ফুলের চেয়ে দামী ?
প্রশ্ন করে ভ্রমর চঞ্চল—
আমি তো ফুলের অনুগামী
চাইনা রঙীন স্বাদু ফল,
তৃষ্ণায় কেবলই খুঁজি জল—
ফল কি ফুলের চেয়ে দামী ?
চারদিকে ভোরের উজ্জ্বল—
আমিতো ফুলের অনুগামী।

আনন্দ ঘোষ হাজরা

বিপ্রলব্ধা

আমার পিঠে খোলা চুলের রাশি
গড়িয়ে পড়ে জল ;
বাঁধনহারা ভিজে বুকের ওপর দুহাত ঢাকা
যেন মাতাল পায়ের টলমল।
মোজেক করা মুক্তো যেন সিঁড়ি
বিন্দু ঝরে জল ;
স্ফটিক সাদা পর্দা হাওয়ায় তোলা
খালি ঘরের শূন্যতা সম্বল।

জানলা খোলা তুমুল হাসে চাঁদ
জানলা খোলা বাইরে হাসে চাঁদ ॥

উত্তম দাশ

সেই তুমি

সান্নিধ্য-চোঁয়ানো কিছু ব্রীড়া-হাসি নির্জলা দিয়েছিলে রাণী
বুকের গভীর মাপা ট্রেনের হাতলে রাখা অমসৃণ হাত
বড় বেশী লজ্জাতুর ঠেকেছিল দোলনিতে প্রণয়ের পরিণামে ঠাসা
কত কথা কথকতা ঝিঁঝিঁর শব্দের মতো ছিছি করে ছুটেছিল
দ্রুতগামী ট্রেনে
স্নায়ুর সে স্বৈরাচারে কিছু তাপ বেড়েছিল হৃদয় খচিত তনুদেহে
তবু তুমি নেমে গেছো কোলাহল-জর্জরিত পরবর্তী জংশন স্টেশনে।

সেই তুমি অকস্মাৎ কানে কানে চুমো খেলে কাল
লেগে আছে সারা গায় আলতা-ধোয়ানো পায়ে লাল।

কেদার ভাদুড়ী

প্রেম

পৈশাচিক কাণ্ড এক ঘটে গেলো কালকের শহরে
বউ
যে ছিলো সুন্দরী বউ
সেও
নিজের স্বামীকে খুন ক'রে
নিজের ছেলেমেয়েদের খুন ক'রে
নিজেকেও খুন ক'রে
সর্বনাশী
ব'লে গেলো
স র্ব না শী
ব'লে গেলো
আমার জিনিস আমিই নিলেম
প্রেম

কালীকৃষ্ণ গুহ

প্রেমিক

অনেকদিন পর সে ফিরে এসেছে আবার। সঙ্গে তার
ছোট দুটি ফুটফুটে মেয়ে।
সে সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখছে এখন, দেখছে তার রোগা
আত্মীয় স্বজনদের,
দেখছে পুরোনো বাড়িঘর, পুরোনো স্তব্ধতা
কবিতা ও ছবির পাশাপাশি ভিখারীদের ফুটপাথের সংসার—
দেখছে, তার ফেলে-যাওয়া স্বদেশের নিজস্ব অন্ধকার, লুপ্ত বেড়ালছানা,
আর, সমস্তকিছু ছাপিয়ে-ওঠা বিষণ্ণ শরৎকাল।

অনেকদিন পর তার পরিত্যক্ত নির্বোধ প্রেমিক আবার তার পাশে এসে
ব'সেছে—
অনেকদিন, অনেক অনেকদিন পর।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

প্রেমের ছুটি

১. আমন্ত্রণ

দূর থেকে এসেছিলি, পুনরায় দূরে চলে গেলি,
এখানে ছিল কি অন্ধকার ?
সময় যদি বা পাস, তাহলে আসিস তুই অঘ্রানের শেষ পূর্ণিমাতে,
একটি আশ্চর্য ফুল দেখাব এবার।

যেদিন বিদায় নিলি, কৃষ্ণার বয়স ছিল
বারো।
এবার অঘ্রানে ষোল পূর্ণ হবে তারও।

২. বশীকরণের জন্য

তোমার সন্তান যাচ্ছে হাজার দুয়ারী এক রাজার বাড়িতে
আশীর্বাদ করো তুমি, মা !
বিষধরী কন্যা এক নিয়ে আসবে তৃতীয় রাত্রিতে,
সে যেন বশ্যতা মানে, বশীমন্ত্রে মুগ্ধ হয়,
করো তাই একান্তে প্রার্থনা।

গৌতম গুহ

মাতাল

এমন সুন্দর চলা যায় হায় কে জানিত
কে জানিত অন্তরায় প্রস্রাব প্রহসন ;
চাঁদের ঠাণ্ডা গালে কে দিয়েছে চুমু
মহুয়া পানের পর সাঁওতালি নাচের রুমুঝুমু
'অকাঁতে বাং চালা কানা'—হাসি পায় ?

অবাক প্রকৃতিবালা আমার পাঁজর ধরে
পাগলের পারা গান গায়

আমাকে নিয়েছে কোলে, নাকি আমি ঢেউয়ের চূড়োয়
দোদুল ফণার চূড়ে কতকাল থাকি
দংশনে কতকাল মানুষেরা বাঁচে
সমুদ্রবেলার ভূমি ছোঁব ?   নাকি সাপ ?
চোখেও দেখি না ভাল
দুটো চোখে কতখানি আর স্পষ্ট দেখা যায় ?

জ্যোৎস্নায় হাত ধরে কে চলেছ রাধা !
কাছে এসো, জ্যান্ত চুমু তোমার খোঁপায়
কতদিন খাইনি চুমু, করিনি পিরীতি
পতিতার পোষ্যতার পর
ঘৃণার পরম ঘৃণা ভেতরের গভীর পকেটে
শ্লোকের মতন পূর্ণ মৃত্তিকার ঘটি
বহিরাবরণে আমি
এসো, রাধা, কাছে এসো, মাতাল আত্মার অনুগামী।

গণেশ বসু

কথা

সময় থাকে না কিন্তু কথা থাকে, হারানো অঙ্গার।
গলা বুক ভরে স্মৃতি, বালিশে চাদরে বাঁধা ব্যাকুলতা উষ্ণ অনুভব
নখের আঁচড় কাটে, মুখে নামে প্রজাপতি, চুলের গোছায়
গাছের পাতার ফাঁকে দীর্ণ পাখি, তুমি বলেছিলে
ছুটিতে যাবার আগে ঝরনার মাদলে বলেছিলে : ভুলে যাবে না তো ?

ছুটিতে যাবার মুখে দশমীর ঢাকে ফোটে, ভুলে যাবে না তো ?
টলটল মুক্তো কাঁপে, শরীর আবেগহীন, যন্ত্রণার রেখা
বুনে চলে যন্ত্রণাই, টনটন করে বুকে, গাঢ়
ফোঁপানো কান্নার ধ্বনি পাক খায়, বিকেলের মেঘ
চোখে চোখে খেলা করে, ভুল ?   না, না, সময় থাকে না।

বিচ্ছেদের মুখে ভাসে অপরাধ, মরা আলো, গ্লানির গরিমা।
বিপুল আবেগে মেশে ছোট ছোট কথাগুলি করাতের গান বেজে ওঠে,
বেজে ওঠে করাতের গান :
দূরে যতো চলে যাও তুমি শুধু বড়ো আরো বড়ো হয়ে ওঠো।

সারাটা জীবন বলো কত ভালোবাসা আর বুকের ভিতরে বওয়া যায় ?

দেবী রায়

ওরা এ শহরের কেউ নয়

মুখে কোনো কথা নেই, শুধুমাত্র বাস ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়ানো
কথা নেই, কারো মুখে কথা নেই, মিছে মায়া বাড়ানো
মনে হয়, দুজনার-ই মনে হয়, এতো সেই পেয়ে-ও যে হারানো

ভিৎ-হারা—নীড় হারা—ভিড় হারা—
ওরা এ শহরের কেউ নয়—যারা—
শুধু এসেছিল—এসে, ভেসেছিল তারা—
শুধু দেখেছিল : স্থির···নিষ্কম্প দুটি গাছ, পায়ের নিচে ছায়া
দেখে ভেবেছিল, ‘নিশ্চয়, নাই—হায়া—
        নাই—এরা, আচ্ছা—এক বেহদ্দ বেহায়া !’

শুধু যাওয়া—শুধু আসা, শুধু-ই এ ওর হাতে হাত
ভিতর, বুকের আরো ভিতর, কেন যে অস্থির-পদপাত !
এ ওকে বলল : ‘কটা বাজে ?’   ও একে বলল : ‘এখন কতো রাত ?

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু স্তব্ধতা

অন্তরালবর্তী শুধু স্তব্ধতা—
এবং প্রস্তুতিপর্ব জানলাম দেরী হয়ে গেছে।

তুমি কি কোনো খাদিকেন্দ্র, অথবা মহিলা বিক্রেতা
বেদনাপূর্ণ পেয়ালা আমার
বাজছে হেমন্ত সন্ধ্যায়,
নিরুপায় মানুষের চলাফেরা
জানলাম দিন যাবে, এদিন যাবে।

দাও ভিনিগার, আমার তৃষ্ণার শান্তি
শুধু স্তব্ধতা অন্তরালবর্তী বেদনায়—
বিচ্ছিন্ন এসিটিলিন থেকে আগুনে, সখা হে
ভালবাসার সময় নয় গোধূলিবেলা।

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

প্রিয়তমাসু

তুমি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে পারিতে ;
হয়তো আমি Employment Exchange-এ কাজ সারিয়া
গঙ্গার সৈকত-তীর্থে জীবন সম্পর্কিত আলোচনা
করিয়া তোমার কানে কানে বলিতাম :
“তোমার অঞ্চল ধরিলাম···”
কিন্তু, ফিরিয়া আসিয়া আমি দেখিলাম—
একদল দস্যু দিন তোমাকে ছড়াইয়া ছিটাইয়া দিয়াছে ;
সেখানে জন-মানুষের চিহ্ন নাই ;—শুধু একটি
বিড়াল শঙ্কিত চিত্তে কি যেন খুঁজিতেছে ;
তাহার দেহে বেদনার মতো কয়েকটি
অনুতপ্ত ছাপ।
অথচ তোমার বুকের গন্ধ আমার বসুন্ধরা জুড়িয়া
আজ আমি তোমার পরিত্যক্ত পথের দিকে
চাহিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি—
পৃথিবীর নিয়ম-কানুন তুচ্ছ করিয়া তুমি
আবার একবার মাত্র কয়েক দিনের জন্য
যদি
আসিতে পারো, তাহা হইলে আমি
আর ভুল করিব না
অর্থাৎ
হৃদয়কে আর ভিখারী হইতে দিব না

পলাশ মিত্র

কাছে-দূরের

তবুও তোমার নামে প্রত্যহ রাখি এ-দুপুর :
মনে পড়ে ধানক্ষেত হিমঝুরি পাতার বাহার।

শূন্য হৃদয় নিয়ে ডাক শুনি ক্লান্ত ঘুঘুর
যে-কথা বলোনি তুমি শুনি তার নিঃশব্দ ঝংকার।

অলস জানালা খুলে চারিদিকে যখনই তাকাই
ধূসর মেঘের উঁকি আমার মনের আয়নায় ;

ভয় হয় কাছে পেয়ে এই বুঝি তোমাকে হারাই
নির্জন দুপুরে শুনি শঙ্খচিল ডাক দিয়ে যায়॥

পুষ্কর দাশগুপ্ত

দাঁড়িয়ে

এই তো দাঁড়িয়ে আছি
না কেউ আসবে না
তাকাই
কেউ না
পথ
দাঁড়িয়ে আছি
না
কেউ আসবে না
তাকাই
না
কেউ নয়
পথ
চমকে উঠি
না
কেউ না

একটা ফাঁকা ট্রাম চলে যায়
একটা কাক
দুপুরের রোদ
না
কেউ আসবে না

পরেশ মণ্ডল

বরং তুমি

তুমি কী শীতের চাদর
জড়ালেই শীত যাবে
তুমি কি জামার বোতাম
সারাদিন বুকে বুকে রাখবো
বরং তুমি থার্মোমিটারের পারা
তাপ বাড়লে বেড়ে ওঠে।
তাপ কমলে কমে যাও
তুমি প্রেম নাকি তুমি আমারই অহং
ডুবোজাহাজের মতো অজান্তে কখন
গভীরে আঘাত করো
আমিই তলিয়ে যাই অতলে নির্ঘাৎ
গোপন অসুখ নিয়ে পথ চলি

হে বিষাদ আত্মীয় প্রতিমা
তোমার পায়ের শব্দে
চমকিত হয় চারিধার

স্বার্ণিক রায়

তুমি হাসো

সকালের রোদ ঘিরে মেঘের বিষণ্ন ছায়া ভাসে,
ভোরের আকাশে পাখি ওড়া শেষ করে
গাছের পাতার নীচে চুপ করে আছে
বিদ্যুৎ গর্জনে,
হৃদয়ে নদীর ঢেউ ভাঙে
সূর্যের আলোর জন্যে—
আমার গোপন কথা তোমার গভীর চুলে
পাখির মতোন ওড়ে
প্রাণের উদ্গীথে—।
অন্ধকার রাত্রি, দু'পাশে ইউক্যালিপ্‌টাস সারি
রাত্রির শরীরে হাসনুহানার গন্ধ
অনন্ত স্বপ্নের মতো সামনে পাহাড় ঘুমিয়ে আছে
ঝর্ণার জলের শব্দ বুকে করে,
তুমি হাত ধরেছ আমার
তোমার হাসিতে রোদ চমকে ওঠে
গুহার তিমির জলে পাথরে পাথরে,
সমস্ত ভুবন জুড়ে মেঘের হতাশা ভেসে যায়

বৃষ্টিঝড়ে—আমার হৃদয়—কলাগাছের সবুজপাতা
ছিন্নভিন্ন হয়ে মাটিতে লুটোয়—রোদে মেঘে
কে যে কার কথা বলে তোমার হাসিতে!
বৃষ্টি, বৃষ্টি, চারদিকে বৃষ্টি—সামনে নির্জন পথ—
আমরা চলেছি—তুমি হাসো॥

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

চোখ

কি ছিলো তোমার চোখে, ফেরাতে পারিনি চোখ বহুদিন।
যেন দিগন্তের দিকে, মাথার ওপর দিয়ে
কোন স্থির অচঞ্চল জলস্রোতে
তাকিয়ে রয়েছো, মনে হ'তো।
স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিলো সেইদিন। শেষে এলো
সেই প্রতীক্ষিত রাত—
দরজা বন্ধ জানলা বন্ধ, ঘন চোখে তোমার চোখের দিকে এগিয়ে যেতেই
তুমি দুই ঝটকায় বের করে আমাকে দেখালে হাতে তুলে
ভয়ঙ্কর পাথরের চোখ।
আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠতেই আমার চোখের কাছে এসে
উপড়ে দেখালে আরো দুটি পাথরের চোখ। তবে
কি দেখেছিলাম আমরা? একথা ভাবতে ভাবতে ভোর হ'লো।
আজো আছি পাশাপাশি ; আমাদের কোনকিছু দেখতে হয় না বলে
তোমার চোখের দিকে
চেয়ে থাকি একটানা, বুঝি, এইভাবে অগণন মানুষ
তাদের মানুষীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে শান্ত হ'য়ে,
শান্ত হ'য়ে হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ফের মানুষীর বুকে।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

এখন পাবো না

জলে ডুবে যাচ্ছিলাম, বললে—হাত ধরো
পাহাড়ে উঠতে গিয়ে শেখালে পায়ের ভর
রোদজ্বলা মাঠ পার হতে হতে
মাথায় পরালে উত্তরীয়
সরালে পথের কাঁটা, জঙ্গলের ছোবল
নদীর স্রোতের নীচে লুকোনো পাথর
জড়িয়েছিলে বজ্রপাতের মুহূর্তে।

আমি এখন স্বয়ম্ভর
তাই তুমি বাইরে দূরে আড়ালে।
বালি উড়ছে শুকনো হাওয়ায়
রুক্ষ রোদ, তবু জানি
তোমার স্নেহ এখন পাবোনা।

ভাস্কর চক্রবর্তী

বত্রিশ বছরে

তোমাকে অজ্ঞাত দেশে দেখি প্রায়
একটি নির্জন ছাতে দাঁড়িয়ে রয়েছ।

সব কথা
শেষ হয়ে গেছে।

আর কোনো কথা নেই—স্বপ্ন নেই—

শুধু কিছু দিন আর রাত্রি প'ড়ে আছে।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

সুচরিতাসু

ফুটেছিলে স্বূর্যমুখী নরম ছিলো টবের মাটি,
এখন তোমার গহন পরাগ পুড়িয়ে দিচ্ছে নীল জামাটি।
জরির আঁচল ঝিলিক ছুলের ঢেউয়ের খেলা উপকূলের
রূপ-কথাকে ধরে রাখলো সারা সন্ধ্যে জমজমাটি।

রাত্রি হলে মগজ-ভর্তি দেহদ্রোহী চিন্তা আসে,
দিগন্তে লাল উল্কা গড়ায়—কচি গরম রক্ত ঘাসে,
ঘেরাও এবং তল্লাসীতে কম বয়েসী কলজে ফাটায়
যখন তখন গুলি চলে যাদবপুর বা বেলেঘাটায়
মুসোলিনীর কালীপূজা—এ বকর্ঈদ উল্টো ধরন,
কল্পতরুর মিষ্টি পানে ঘনায় ঠোঁটে অল্প মরণ!
গণতন্ত্রী গণৎকাররা কোথায় তখন ভেজান গলা
সিংহরোডের গুণ্ডারেরা শানায় যখন ছুরির ফলা?

তখন তুমি কী করো কি জানতে ভীষণ ইচ্ছে করে,
নব্ ঘুরিয়ে তুষ্ট ভ্রমর অশোকতরু ওষ্ঠাধরে,
খোলা থাকে ক্রীমের কৌটো চার-পয়েণ্টে ঘুরছে পাখা,
ছোট্ট মতো হাই ওঠে তাও একুশ রকম মর্জি মাখা,
বুকের ঘুমে অন্ধ পাখি সাঁতার কাটে পরস্পরে,
যুগযুগান্ত রাক্ষুসী-প্রাণ কোন পাতালে রইলো ঢাকা,
ইচ্ছেকে খুন করলে কি আর তুমি আমায় পুরবে জেলে
স্বপ্ন ছিঁড়ে শর্তে এসো—বাঁচুক হাজার হাজার ছেলে।

মতি মুখোপাধ্যায়

কেন একা হলে

কে আছো এখুনি যাও, দমকল ডাকো
চারপাশে বড়ো দুঃখী কৃষ্ণচূড়ার
ঘরবাড়ি কী ভীষণ জ্বলছে আগুনে
চৈত্র ছুঁড়েছে পেটো, নাকি
এইসব অপকীর্তি খুনখুনে কোন ডাইনীর
জানা নেই, কে যে দায়ী
হতে পারে হারিকিরি ব্যর্থ মানুষের
যাই হোক, অবিরাম জ্বলে যায় মোহন সবুজ।

কেন যে অবুঝ অই কৃষ্ণচূড়ারা
ভয় হয়, হলুদ বাড়িতে আজ কিশোরীটি একা
কোকিলের সাইরেন শুনে চমকিয়ে
ভিতর-বাড়ির থেকে ছাদে এসে দ্যাখে
কত দূর, দূরে নীল স্বর্গ অভিমুখে
ভেসে যাচ্ছে একা একা, বিষাদের বাতাসী-জাহাজ।

কে আছো এখুনি যাও, দমকল ডাকো
অথবা সাহস থাকে যদি
ম্যানড্রেক হয়ে কেউ হলুদ বাড়িতে ঢুকে বল
কৃষ্ণচূড়ার ঘোর অগ্নিবলয়ে
হে কিশোরী একা কেন
আজ তুমি কেন একা হলে?

মৃণাল বসু চৌধুরী

নেপথ্যচারণা

নেপথ্যচারিতা শুধু আমাদের দূরত্ব বাড়ালো

উদ্‌বৃত্ত বালির মধ্যে মাথা গুঁজে
শুয়েছিলে তুমি

যেন

প্রতিহিংসার স্বপ্নে বিভোর আকাশ থেকে
মুখ ফেরালেই এক আলাদিন

মালাবদলের সময়ে হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছিল
ভিজে গিয়েছিল তোমার রঙীন বেনারসী
পাউডার ঘষা মুখ ভয় আর লজ্জা
ধর্মীয় আচার শুধু আমাদের ভেজালো সেদিন

সেই থেকে ত্রিপলের বিরুদ্ধে জেহাদে
গৃহের ভেতরে তুমি আরেক গৃহের
গোপনতা চেয়েছিলে
চেয়েছিলে অলৌকিক অতীন্দ্রিয় সুখ
তাই
নিঃসঙ্গ নদীর পাশে ধু ধু মাঠ মেঘলা আকাশ
অনুর্বর ভূমিকর্ষণের শব্দে
আকুল যুবতী
এ সমস্ত কোনদিন তোমার হ'ল না

নেপথ্য-চারণা আজ আমাদের অভ্যাসে দাঁড়ালো

রত্নেশ্বর হাজরা

চূড়ান্ত শর্ত

যার ভালো বুক আছে তার কাছে চুম্বক রয়েছে
এই জেনে রাজি হই—(তার সঙ্গে দেখা উৎসবে)—
ফিরে এসে মেঘ দিয়ে ধুয়ে রাখি চোখ
আরো গন্ধ নিয়ে ঘুরে এলে
বেরুবো ভ্রমণে কিন্তু যোদ্ধার পোষাকে যেতে হবে।
এরকম আরো শর্ত থাকে
জেগে থেকে খুলে দেব ঘর (রাত্রে যখনই ফিরুক)
বিছানা বালিশে পাবে শুতে
কিছুতে চন্দ্রের দিকে লক্ষ্যবিদ্ধ হবে না তখন
বড় জোর জিবে ও উরুতে
শিলাবৃষ্টি হবে, আর সাবালক কিছু অন্ধকার
বাহুবলে রেখে দিয়ে নাড়াবো-চাড়াবো তর্জনীতে।
তখন শেখানো হবে ভাষার আরম্ভ আর শূন্যের আস্বাদ
আনন্দ শব্দের অর্থ —দেখাবো বিদ্যুৎ
এবং সে যদি চায় বিষ
তাকে একটু মধু দেবো—তারপর চেনাবো বিষাদ।
যার ভালো বুক আছে তার কাছে চুম্বক রয়েছে
এই জেনে কিনেছি কম্পাস (কম্পাসের উত্তর দক্ষিণ)
সমুদ্রে যাবার আগে এরকম শেষ কথা থাকে
আমি তাকে দুই চক্ষু দেবো
সে দেখাবে চুম্বক আমাকে।

রবীন সুর

জুলাই, ১৯৭৬ : কলকাতা

দক্ষিণ সমুদ্র থেকে হাওয়া আসে শমিত বর্ষার
উজ্জ্বল বিকেলে। এই কলকাতার বৃষ্টির দুপুর
শহর ভাসিয়ে দিয়ে সমস্ত ট্রাফিক বন্ধ দুর্গতির
যত দূর দৃষ্টি যায় ট্রাম নেই, বাস নেই, কাতারে কাতারে
মানুষ মানুষ শুধু ঘরমুখো পায়ে পায়ে ভিজে ফুটপাথে।

এখন বৃষ্টির ঘ্রাণে উত্তরঙ্গ হাওয়া শুধু মাতাল বর্ষার।
কলকাতার জনারণ্যে গাছ নেই, ডালে ডালে পাতায় পল্লবে
সেহেতু অপরিমেয় ঝড়ের হিশেব।

অ্যাসফল্ট গ্রানাইট ফুটপাথে শুধু কার গৃহমুখী দৃঢ় পদক্ষেপ
উড়ন্ত আঁচলে চুলে, উদ্ধত স্তনের কারুকার্য
কোনার্ক ভঙ্গিমা ঘিরে দক্ষিণের বাতাস বিদিত ?

অফিস ফেরৎ মুখ, ঘামে-ভেজা নাগরিক ক্লান্তির শ্রান্তির
মানুষ মানুষ আর ঘরে-ফেরা তোমার উজ্জ্বল পদক্ষেপ :
বাস বন্ধ, ট্রাম নেই—সারা পথে ঢেউ খেলছে, হাঁটু জল, জলে
কোথায় পায়ের পাতা, দশনখ, নখে নখে চাঁদের উপমা !
চঞ্চল পায়ের ডিমে ছেনি-ঘষা সুষমার রক্তিম ইশারা—
হাওয়ায় হাওয়ায় ওড়ে খোলাচুল এলোমেলো শাড়ির আঁচল ;
কলকাতায় গাছ নেই, ডালপালা বিস্তারিত পাতায় পাতায়
বাতাসের খেলা নেই, পায়ে পায়ে জলভাঙা বর্ষার বিকেলে
হঠাৎ শমিত বৃষ্টি—অফিস ফেরৎ তুমি, রাজপথে তোমার ভঙ্গিমা
হাওয়ায় হাওয়ায় খেলা করে চিরায়ত বৃক্ষের স্বভাবে।

শান্তনু দাশ

আমি তাকে ফেরাতে পারি না

পৃথিবীর শেষ গান শেষ হয়ে এলে
ভামিনী রাত্রির শেষে
মাথা রাখে
জীবন।
আমি তাকে ফেরাতে পারি না।
আমি কখনোই ফেরাতে পারি না আজ
তাকে,
দাঁড় বেয়ে সারারাত খেয়া পারাপার করে স্মৃতি।
নরম মাংসল-বুকে হাঁটু গেড়ে ব'সে
চিবুক আঁকড়ে থাকে—
থাবা।
আমি তাকে ফেরাতে পারি না :
দিবস গড়িয়ে হয় রাত, দিন যায়,
ভামিনী রাত্রির কোলে মাথা রেখে
ঘুমোয়
জীবন।

শংকর দে

প্রেমের কবিতা

১.
একটুকরো কাগজে লেখা
হঠাৎ-ই একদিন একটা উড়ো চিঠি পেয়েছিলাম।
পাল তোলা নৌকোর মতো ছবির ভাষা
সেই মেয়েটির বুকে কুসুমের ভালোবাসা
হঠাৎ-ই একদিন মেঘের সঙ্গী নিরুদ্দিষ্ট
সেই মেয়েটির হাতে ছিল বন্দীপাখি
ভালোবেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

২.
মেয়েটির নখে ছিল বিষ
চয়নে সে ঢেকে রেখেছিল
ছেঁড়াপাতা কাজলের শিস
হাতে নিয়ে বেজে উঠেছিল
ছন্দবিষ, নূপুরের পায়ে
নয়নে সে একা জেগেছিল
সারারাত আকাশ কুসুম।

সামসুল হক

সঙ্গে কিছু গাঙ্গেয় কবিতা

সময় হলেই কালো পাথর ও নীল জল ফিরে পায় তাদের
অস্ত্রের গোপনতা
তবুও ধাঁধার মতো   পাথর জলের হাতে জলপাইপাতা তুলে দ্যায়
নিজস্ব শুরুর আগে আর জল পাথরকে দ্যায় গাঢ় শাঁখ
পাহাড় কি জেনেছিলো জলপাইপাতা ছিন্নভিন্ন ভেসে যাবে
সমুদ্র কি জেনেছিলো শাঁখের চুরমার
শুধু এই কুয়াশা ভাঙার জন্যে জলপাইবর্ণ ডানা শাঁখের রঙের বুক নিয়ে
চিরস্থায়ী স্মৃতিস্বপ্ন সমুদ্র ও পাহাড়ের মাঝখানে পালক খসায়

এভাবেই গ্রীষ্ম আসে লীলা আসে বর্ষা আসে বুনো কচুফুল আসে আর
শরতের সঙ্গে যুদ্ধ আসে যা ঐ হেমন্তে জীবনানন্দ   শীত এসেছিলো
রাণুর জ্বরের দিন   বসন্ত ছুঁড়েছে চিনেবাদাম অন্ধকে
ঋতু ও সূর্যের এই কানামাছি খেলার আড়ালে
আরো খেলা থেকে যায়   চাঁদের বলয় বাড়ে কমে

তবু এই স্মৃতিস্বপ্নে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় অগোপন কোনো যুদ্ধ নেই
আমার জানালা খোলা পেলে শুধু ফিরে পায় তাদের অস্ত্রের গোপনতা
নিজেদের মধ্যে তারা যুদ্ধ করে   ভুলক্রমে আমার সঙ্গেও
নিজস্ব শুরুর আগে অমাবস্যা পূর্ণিমার হাতে দ্যায় মন্দিরের চাবি
আর খড়্গ ও মহিষ
বিনিময়ে পূর্ণিমাও ওর হাতে তুলে দ্যায় বুদ্ধের প্রতিমা
আর আমি দুজনের হাতে দিচ্ছি লীলা ও রাণুর ছবি
সঙ্গে কিছু গাঙ্গেয় কবিতা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণচূড়া

কৃষ্ণচূড়া, তুমি মিছিমিছি চুল
চূড়াবদ্ধ করো
তারার দুষ্ট ব্রণ যেমন অস্তিত্ব ঢাকে মেঘে
তোমার এলানো চুল তাই দিয়ে তেমনই আবেগে
আমার এ নগ্নতার মারিচিহ্নগুলো ঢেকে ধরো
কৃষ্ণচূড়া, তুমি মিছিমিছি বেণী
চূড়াবদ্ধ করো
নিজে না খুললে চুল
একদিন আমিই আকুল
রহস্য কিলকগুলো খুলবো পিয়াসে থরোথরো
কৃষ্ণচূড়া, তুমি মিছিমিছি চুল
চূড়াবদ্ধ করো।

সুচেতা মিত্র

অশ্রুমুখী

সেখানে কোন ছায়ায় ছিল অশ্রুমুখী ঘর—
শ্যাওলা-ধরা ঘাটের কোণে পাথর জমে আছে
কি চাই বলে হাত বাড়ালে জলের কোমল স্বর
গা ঘষেছে গলার নীচে মেঘের মতো সুখে।

এখানে নেই নীলাম্বরী। দৌড়ে আসে ট্রাম
চাকার ঘষায় মুখ বাড়িয়ে হায় কি হারালাম!
এ এক গোপন অনাবৃত অশ্রুমুখী ঘর
বুকের ভেতর আচমকা চিড়—প্রদীপ নিভে যায়।

মনকে করে অশ্রুমুখী—শ্যাওলা ধরা স্মৃতি
কঠিন এমন অনুশাসন, হারানো উদ্ধৃতি।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

হাঁটতে হাঁটতে ভোর

বৃষ্টির মধ্যে
আমরা বাড়ি ফিরছিলুম।
গত রাতের নেশা নিয়ে
আসছে কালের ঘুম নিয়ে
সাদা খরগোশ নিয়ে
লাল ঘোড়ার লাগাম নিয়ে
বুকের মধ্যে ঘরবাড়ি নিয়ে

হঠাৎ বিস্ফোরণ।
পথ রইল না।
আমরাও বাড়ি ফিরলুম না।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবলুম
টেবিলের ওপর খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে।
পাইপের মধ্যে তামাক ভিজে যাচ্ছে।
কেউ
বারান্দার আলো জ্বেলে
ব্লাউজের ছিঁড়ে যাওয়া বোতামটা
খুঁজছে।
আর আমরা হাঁটছি।
আর হাঁটতে হাঁটতে ভোর হচ্ছে।

সুব্রত চক্রবর্তী

উলের মোজা

যুবক একটু বাইরে গেছে, যুবতী একা ঘরে
দেরাজ খুলে বের করেছে রুপার দুটি কুরুশ,
দেরাজ খুলে বের করেছে রঙিন কিছু উল ;
যুবক একটু বাইরে গেছে—যুবতী দুপুর বেলা
কুরুপার রুশ দিয়ে বোনে ছোট্ট, নরম মোজা।

যুবক একটু বাইরে গেছে, যুবতী একা ঘরে
দেরাজ খুলে বের করেছে স্তব্ধ মোজা দু'টি—
রোগা আঙুল স্পর্শ করে খুলে যাচ্ছে উল ;
যুবক একটু বাইরে গেছে, শূন্য খাঁ খাঁ ঘরে
যুবতী কেন ঘুমিয়ে পড়ে উলের হাহাকারে।

ক্ষিতীশ দেব সিকদার

উৎকীর্ণ ভালবাসা

আগুনে জ্বলেনি দেহ খর-রৌদ্রে যায়নি ঝলসি
জোয়ারের টান লেগে দূরে ভেসে যায়নি কলসি
অসময়ে মেঘ জমে অসুন্দর করেনি আকাশ
হাঁটা পথে ধূলো লেগে মলিন হয়নি বেশবাস
দুচোখে জমেনি কালি কিংবা হীন কলঙ্কের রেখা
অকৃত্রিম ভালবাসা মুখ ফেরালেও পাই দেখা,
অনেক জমানো কথা এসে যায় ঠোঁটের ডগায়
আলিঙ্গনচ্যুতা হলে আবার সাপটি ধরি পাগলের-প্রায়।

মিলনের সীমা আছে বিচ্ছেদের কে জানে পরিধি
মর্ত্ত্যে তার জন্ম বটে মাথা তোলে আকাশ অবধি
তারপর দূরে সরে ধরে বুঝি নক্ষত্রের রূপ
আশার আলোক জ্বেলে মর্মমূলে নিজে থাকে চুপ
আর তার অনুভূতি সত্তাকে নির্জনে ডাকে কাছে
এর চেয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ ভালবাসা কে কবে দেখেছে ?

দারুণ আগুনে ঢুকে সূর্যকে করে প্রদক্ষিণ
পৃথিবীর আয়ু যতো ব্যর্থ প্রেমের একটি দিন।

তুলসী মুখোপাধ্যায়

ছদ্মবেশে

ঘরে ঢোকার ঠিক আগের মুহূর্তে
নিজস্ব মৌলিক প্রচ্ছদ আমি বাজেয়াপ্ত করি
অতঃপর
অসম্ভব বীরের মতো
আমি তার সামনে দাঁড়াই
মাথা উঁচু
খাড়া শিরদাঁড়া
ঠোঁটের ঈষৎ হাস্যে অহংকারী বিজয় ঘোষণা !
ইতিহাস বই থেকে
যেন কোনো প্রসিদ্ধ প্রবাদ
এইমাত্র উঠে এল অলৌকিক পুরুষ পোশাকে ।

সে আমাকে দেখে
প্রদীপ শিখার মতো অপরূপ হেসে
সে আমাকে অপলক দেখে
গোপন সিন্দুক থেকে
বরমাল্য তুলে এনে
পূজার মন্ত্রের মতো তুবাহু বাড়ায়···

ছদ্মবেশী ভিখিরির বুক কাঁপে হা-হা-আর্তনাদে ।

September 1979 Puja Special
ANUBHAB KABITA PATRA
Vol. 3 No. 3-4 Price : 3·00

With Best Wishes

Eastern Belting & Cotton Mills (Pvt.) Ltd.

Manufactures—Quality Beltings
Hair : Cotton : Elevator : Hose Pipes &
Industrial V-Belt.
Swan Brand & Swan Super Brand

City Office :
20, NETAJI SUBHAS ROAD (1st Floor)
CALCUTTA-1

Regd Office & Factory
G. T. ROAD, BAIDYABATI
Dist. HOOGHLY, (West Bengal)

Telegram 'EAST BELT' Phone : Factory : 62-2359
(Telegraph Office : BAIDYABATI) Cal. Office : 22-2729

Editor : Tulsi Mukhopadhyay
Printed & Published by Tulsi Mukhopadhyay, 24/2, R. N. Das Road, Calcutta-700031 Printed from Adhuna, 17/1D Surjya Sen St. Calcutta-700012